গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর
উন্নয়ন শাখা-৩
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬২৭৯৫ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩
website: www.pwd.gov.bd

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.০৪৭.১০/ ৯৮০২

তারিখঃ ০৪ /০৪/১৪২৪ বঃ
১৯ /০৭/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭ এর কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশের উপর সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫.০১৫.০০১.০২.০২.০৩৫.২০১০(অংশ-১)-২২৩, তারিখঃ ১৭/০৭/১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭ এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০২ (দুই) প্রস্থে মোট ০৬ পাতা।

১৯/৭/১৭

(মোসলেহ্ উদ্দীন আহাম্মদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬৮৯১৪, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৪৬২৪
se_coord@pwd.gov.

কার্যার্থেঃ

সহকারী সচিব
প্রশাসন-১৩ শাখা
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের ষ্টাফ অফিসার (নির্বাহী প্রকৌশলী), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এম.আই.এস.সেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা। (সংযুক্তিঃ ০৩ পাতা)

জেলা প্রশাসক সম্মেলন - ২০১৭
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াবলি

ক্রমিক	উত্থাপিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উত্তরণে সুপারিশ	গণপূর্ত অধিদপ্তরের বক্তব্য
০১।	হবিগঞ্জ জেলার সরকারি অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের সংখ্যার তুলনায় আবাসন ব্যবস্থ্যা অপ্রতুল। তাছাড়া, বিদ্যমান কয়েকটি কোয়ার্টার বসবাসের অনুপযোগী। এজন্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ করা আবশ্যক (জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ)।	হবিগঞ্জ জেলার সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ এবং বসবাসের অনুপযোগী কোয়ার্টারগুলি মেরামত / সংস্কার করা যেতে পারে।	হবিগঞ্জে বিভিন্ন শ্রেণির ৮টি আবাসিক ভবনে ৫০টি ফ্ল্যাট এবং ২টি ডরমেটরীতে ৩২টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি ফ্ল্যাট বর্তমানে খালি রয়েছে। ডরমেটরীর জন্য ১টি আবেদন ও কোয়ার্টারের জন্য ১টি আবেদন পত্র বিবেচনাধীন রয়েছে। আবাসিক ভবনসমূহ প্রায় ৩৫ বছরের পুরাতন। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ সকল কোয়ার্টারসমূহ বসবাসের উপযোগী রাখতে নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। হবিগঞ্জ একটি ভুমিকম্প প্রবণ জেলা হওয়ায় এবং আবাসিক ভবনসমূহ বেশ পুরাতন হওয়ায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ভুমিকম্প সহনীয় বহুতল গ্রীন আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।
০২।	সিলেট মহানগরী একটি ব্যয়বহুল এলাকা। সিলেট বিভাগীয় শহরে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সে অনুপাতে সরকারি কোয়ার্টারের সংখ্যা অপ্রতুল। অন্যদিকে বেসরকারি বাসার ভাড়া অত্যাধিক।এ জন্য সিলেট বিভাগীয় শহরে বহুতল বিশিষ্ট সরকারি বাসা / কোয়ার্টার নির্মাণ করা আবশ্যক (জেলা প্রশাসক, সিলেট)।	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে সিলেট বিভাগীয় শহরে বহুতল বিশিষ্ট সরকারি বাসা / কোয়ার্টার নির্মাণ করা যেতে পারে।	সিলেটে বিভিন্ন শ্রেণির ১০টি আবাসিক ভবনে ১০৪টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি ফ্ল্যাট বর্তমানে খালি রয়েছে। ফ্ল্যাটের জন্য ৫টি আবেদন পত্র বিবেচনাধীন রয়েছে। সিলেটের শেখঘাট ও আম্বরখানা ষ্টাফ কোয়ার্টারগুলো ১৯৬২-৬৩ সালের দিকে নির্মিত। দীর্ঘদিনের পুরাতন ভবনগুলোকে ব্যবহার উপযোগী রাখতে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ সকল কোয়ার্টারসমূহে নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। সিলেট বিভাগীয় শহরে রূপান্তরিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান সিলেটে তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু আবাসনের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়নি। এছাড়া সিলেট একটি ভুমিকম্প প্রবণ জেলা হওয়ায় এবং আবাসিক ভবনসমূহ বেশ পুরাতন হওয়ায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ভুমিকম্প সহনীয় বহুতল গ্রীন আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।

ক্রমিক	উত্থাপিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উত্তরণে সুপারিশ	গণপূর্ত অধিদপ্তরের বক্তব্য
০৩।	সরকারের উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য আকর্ষনীয়ভাবে জনগনের নিকট দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউজে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা প্রয়োজন (জেলা প্রশাসক, বরিশাল)।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউজে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা যেতে পারে।	সরকারের উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য আকর্ষণীয়ভাবে জনগণের নিকট দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে হাই রেজুলেশনের ডিজিটাল মনিটর স্থাপন করা যেতে পারে। তাছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা যেতে পারে। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সকল জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউজসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
০৪।	বিভাগীয় জেলা শহর হিসাবে রাজশাহী সার্কিট হাইজের বিদ্যমান আবাসন সুবিধা বাস্তব চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ জন্য রাজশাহী সার্কিট হাউজের স্থলে নতুন সুপরিসর ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন (জেলা প্রশাসক, রাজশাহী)।	পরিক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে রাজশাহীতে সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে।	রাজশাহীতে বর্তমানে দুই তলা বিশিষ্ট একটি সার্কিট হাউজ রয়েছে। যার নীচতলা ১৯৬২ সালে নির্মিত এবং পরবর্তীতে ২০০৬ সালে দ্বিতীয় তলা নির্মাণ করা হয়। উক্ত সার্কিট হাউজে ৩টি ভিভিআইপি এবং ৬টি ভিআইপি রুম রয়েছে। তবে বিভাগীয় শহর হিসেবে সার্কিট হাউজের সক্ষমতা অপ্রতুল। ২০১১ সালে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রনীত ও নিকার কর্তৃক অনুমোদিত ৩তলা (টাইপ-৩) সার্কিট হাউজ নির্মাণের ৯৯৫.৫৫ লক্ষ টাকার একটি পিপিএনবি প্রক্রিয়া করণ করা হয়। তা অনুমোদিত না হওয়ায় নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বাস্তবতার নিরিখে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সার্কিট হাউজ নির্মাণ করা যায়। সেক্ষেত্রে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রনীত ও নিকার কর্তৃক অনুমোদিত নকশা পাওয়া গেলে গণপূর্ত অধিদপ্তর ডিপিপি প্রনয়ন করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করবে।
০৫।	জামালপুর জেলায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্মিত বিদ্যমান আবাসিক ভবনসমূহ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক সঙ্কট নিরসনকল্পে পুরাতন ভবন সংস্কার ও নতুন ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন (জেলা প্রশাসক, জামালপুর)।	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক সঙ্কট নিরসনকল্পে পুরাতন ভবন সংস্কার ও নতুন ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে।	জামালপুরে বিভিন্ন শ্রেণির ৩টি আবাসিক ভবনে ২২টি ফ্ল্যাট এবং ১টি ডরমেটরীতে ১৩টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি ফ্ল্যাট এবং ১টি ডরমেটরী কক্ষ বর্তমানে খালি রয়েছে। ডরমেটরীর এবং কোয়ার্টারের জন্য কোন আবেদন পত্র বিবেচনাধীন নেই। দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় আবাসিক ভবনসমূহকে ব্যবহার উপযোগী রাখতে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ সকল কোয়ার্টারসমূহে নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। জামালপুর একটি ভুমিকম্প প্রবণ জেলা হওয়ায় এবং আবাসিক ভবনসমূহ বেশ পুরাতন হওয়ায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ভুমিকম্প সহনীয় বহুতল গ্রীন আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।

ক্রমিক	উত্থাপিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উত্তরণে সুপারিশ	গণপূর্ত অধিদপ্তরের বক্তব্য
০৬।	জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এবং রাজউক কর্তৃক ঢাকা শহরে ব্যক্তিমালিকানায় বরাদ্দকৃত প্লটের বরাদ্দপতে কেবল জমির প্লট নম্বর ও জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। ফলে, ব্যক্তির নামে রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)।	জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এবং রাজউক কর্তৃক ব্যক্তির অনুকূলে প্লট বরাদ্দকালে জরিপ অনুযায়ী জমির রেকর্ডীয় দাগ ও খতিয়ান বররাদ্দপত্রে উল্লেখ করার যেতে পারে।	বিষয়টি গণপূর্ত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নয়।
০৭।	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী সরকার প্রদত্ত বাসা-ভাড়ার বরাদ্দ থেকে মহানগর, জেলা ও উপজেলা শহরে আরো কম মূল্যে ও মানসম্মত সরকারি বাসা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগন সরকারি বাসায় থাকতে আগ্রহী নন। তাছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন স্কেলের তারতম্যের কারণে একই মানের বাসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাসা-ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। সরকারি বাসাগুলির গুণগত মান বিবেচনায় নিয়ে বেতন স্কেল হতে বাসা-ভাড়া কর্তন না করে নির্দিষ্ট অংকের (Fixed Rate) বাসা-ভাড়া হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন (জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর)।	সরকারি বাসাগুলির গুণগতমান বিবেচনায় নিয়ে বেতন স্কেল হতে বাসা-ভাড়া কর্তন না করে নির্দিষ্ট অংকের (Fixed Rate) বাসা-ভাড়া হার নির্ধারণ করা যেতে পারে।	বিষয়টি গণপূর্ত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নয়।

(মোঃ খালেদ হুসাইন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (সমন্বয়)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।

(মোসলেহ্ উদ্দীন আহাম্মদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।